সংবাদ

তারিখ .. 8 MAY 2014 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...২...

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৪১ স্কুল

ধর্মপাশায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী পড়ে মাঠে বসে

শফিক উল্লাহ, ধর্মপাশা (সুনামগঞ্জ)

সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চল ধর্মপাশা উপজেলায় ৪১টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভবন ও টিনের ঘর গত ২৭ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় উপজেলার ১৮১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। নিরুপায় হয়ে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের খোলা আকাশের নিচে মাঠের ভেতর পাঠদান করছেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় থেকে জানা গেছে, ঝড়ে রাতে এখানকার ১৫টি প্রতিষ্ঠানের দরজা, জানালা, ল্যাট্রিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বালিজুরী, হিজলা, চকিয়া চাপুর, কুড়িকাহনায়, বনগাঁও, দুলসকালী, বনগাবী, চামারদানী, রহুয়া, সুখাইসহ বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঘরের টিন উড়ে গেছে। ফলে ১১ দিন যাবৎ আড়াই হাজার শিক্ষার্থী খোলা আকাশের নিচে বা গাছতলায় ক্লাস করছে।

শিক্ষক আলমগীর কবির, দিলশাদ, হামিদা আক্তার জানান, ঝড়ে টিনের ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। এ কারণে স্কুল মাঠ ও গাছ তলায় বসে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। বাদশাগঞ্জ পাবলিক হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বজলুল হক জানান, স্কুলে দুটি ভবনের টিন উড়ে গেছে। বাদশাগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ কামরুল হাসান চৌধুরী জানান, কলেজের একটি ভবনের টিন ও কাঠ ঝড়ে ভেঙে গেছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ওয়াহেদ আলী জানান, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবতীয় তথ্যাবলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শাহ আলম বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ খালেদুর রহমান বলেন, কাল বৈশাখী ঝড়ে এ উপজেলায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্রুত কাজ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে, সুনামগঞ্জ-১ আসনের এমপি ইঞ্জিনিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন রতন গত মঙ্গলবার জানান, 'আমি অর্থ ও পরিকল্পনার প্রতিমন্ত্রী এমএ মান্নানসহ ধর্মপাশা উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় গিয়ে ঘরবাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখেছি। অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা নেয়া হবে।